রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বিকাশ নস্কর
সহকারী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

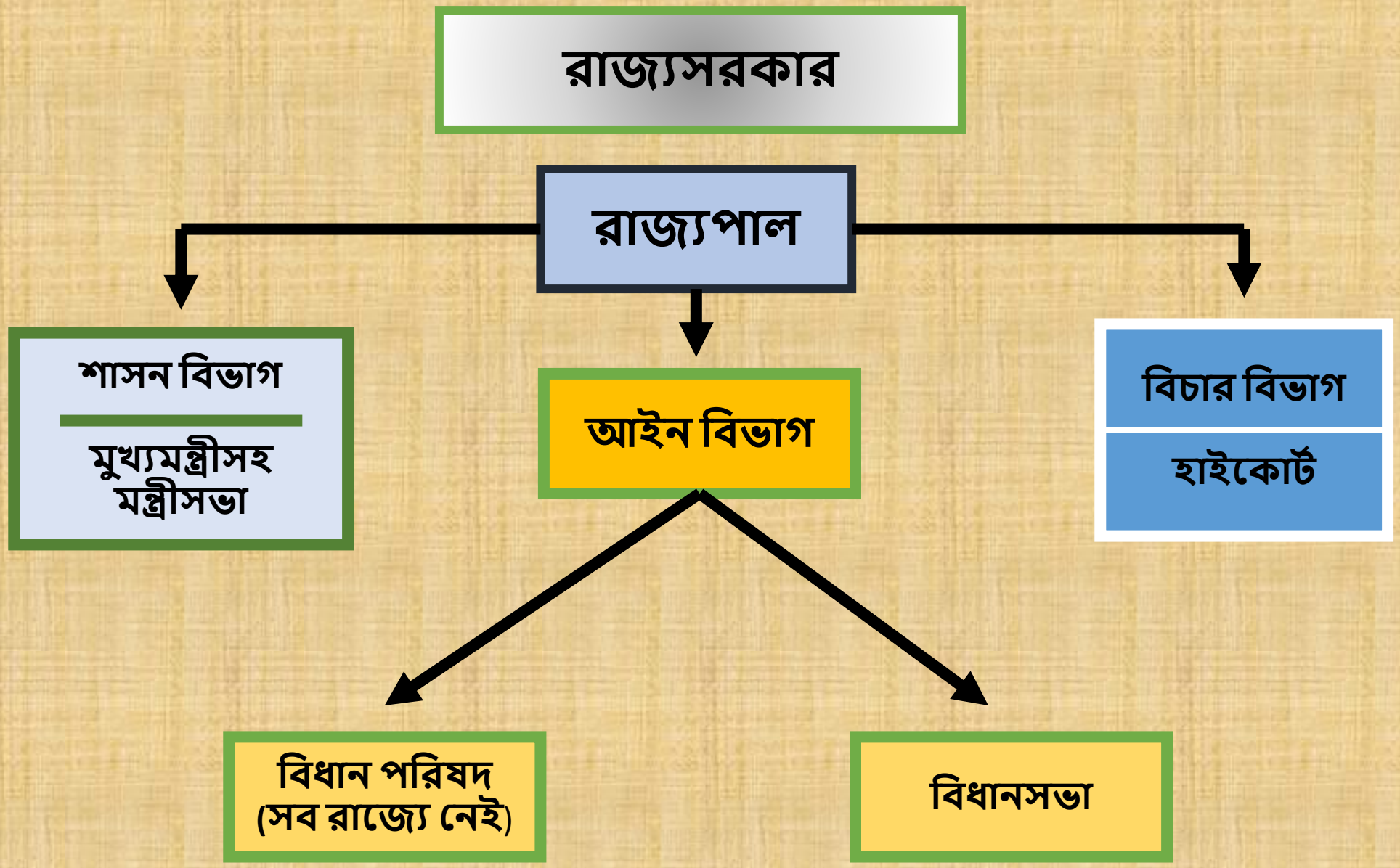
রাজ্যসরকার
রাজ্যপাল
শাসন বিভাগ
মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভা
আইন বিভাগ
বিচার বিভাগ
হাইকোর্ট
বিধান পরিষদ (সব রাজ্যে নেই)
বিধানসভা

রাজ্যপাল

- **সরকারের দুই ধরনের শাসক প্রধান:** নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক প্রধান
- **সাংবিধানিক ব্যবস্থা:** সংবিধানের ১৫৩ নম্বর ধারায় প্রতিটি রাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকবে বলে ঘোষিত হয়েছে। তবেএকাধিক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকতে পারে।
- **নিয়োগ:** সংবিধানের ১৫৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগপত্র দেন। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে অনেক সময় বিতর্ক দেখা দেওয়ায় রাজ্যপালকে নিয়োগপত্র দেবার সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়ার একটি সুস্থ রীতি গড়ে উঠেছে। তবে মাঝে মাঝে এই রীতি লঙ্ঘন করতেও দেখা যায়।
- **যোগ্যতা:** রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালকে ভারতের নাগরিক ও ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হয়। তিনি কোনো সরকারি কর্মচারী হবেন না। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার বা রাজ্য আইনসভার কোনো কক্ষের সদস্য হতে পারবেন না। সদস্য থাকলে রাজ্যপাল পদে নিযুক্তির পূর্বে সেই সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়।
- **কার্যকাল:** সংবিধানের ১৫৬ নম্বর ধারায় বলা আছে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিধান সাপেক্ষে রাজ্যপাল স্বপদে আসীন থাকবেন। তবে সাধারণভাবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর।

রাজ্যপালের বিশেষাধিকার

- রাজ্যপাল তাঁর কাজের জন্য আদালতের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন না।
- রাজ্যপালের কার্যকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ফৌজদারি অভিযোগ আনা যাবে না।
- রাজ্যপালের কার্যকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে বা তাঁকে জেলে পাঠাতে পারবে না।
- এমনকি ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপাল কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি অভিযোগ আনতে হলেও অন্তত ২ মাস পূর্বে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালকে জানাতে হবে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

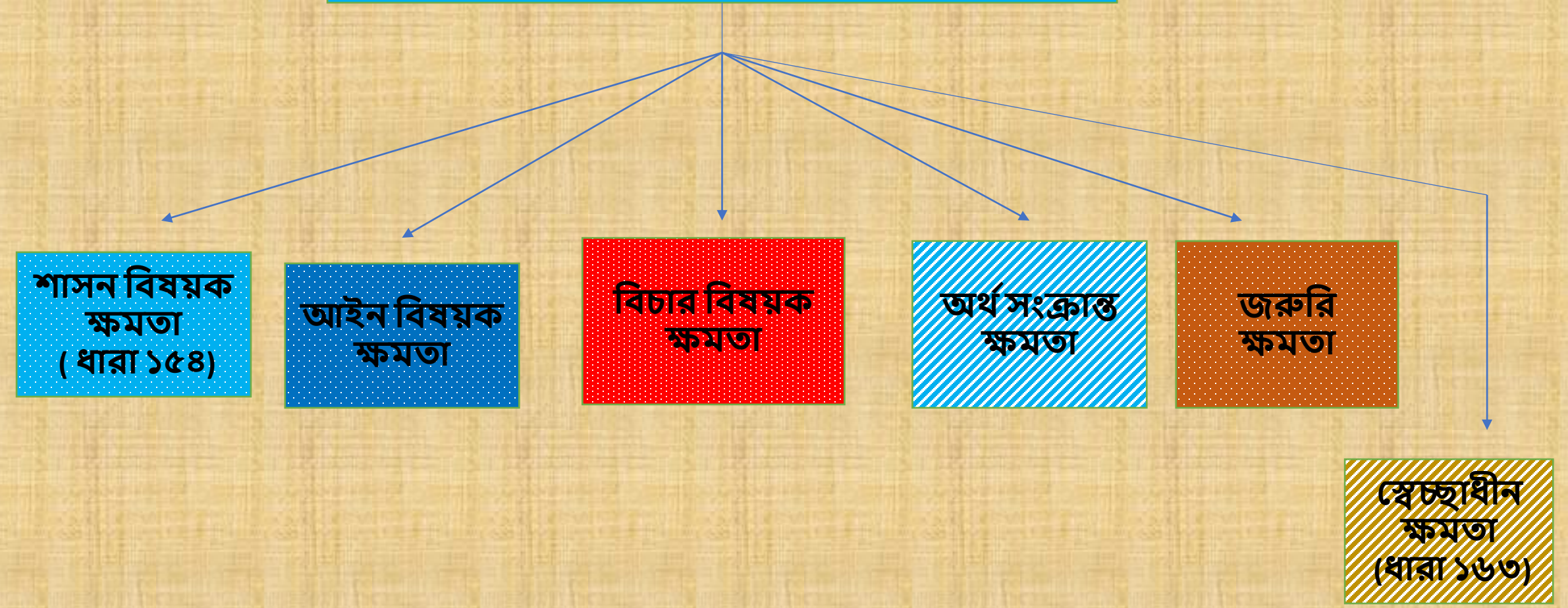

শাসন বিষয়ক ক্ষমতা (১৫৪)

- মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ (ধারা ১৬৪)
- বিভিন্ন প্রশাসনিক পদাধিকারিদের নিয়োগ
- উপাচার্য
- SC/ST দের স্বার্থ রক্ষায় মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন
- মন্ত্রীসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্যাদি চাইতে পারেন
- সুস্থ শাসন পরিচালনার জন্য শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রণয়ন

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

- রাজ্যপাল কেন্দ্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রাজ্য বিধানসভা আহ্বান করা ও স্থগিত রাখা এবং ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করেন।
- রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোনো বিল (Bill) আইনে পর্যবসিত হয় না।
- রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতি না দিয়ে সংবিধানের ২০০ নম্বর ধারা অনুযায়ী সরাসরি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের ঘটনার বহু নজির আছে।
- সংবিধানের ২১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন।
- নির্বাচনের পর এবং প্রথম বার্ষিক অধিবেশন শুরু হবার সময়ে রাজ্য আইনসভায় রাজ্যপাল উদ্বোধনী ভাষণ দিতে পারেন। এছাড়া, রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে রাজ্য আইনসভায় 'বাণী প্রেরণ' করতেও পারেন।
- ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যপাল রাজ্য বিধানসভায় একজন ইঙ্গ-ভারতীয়কে মনোনীত করতে পারেন

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

- মূলত দু'ধরণের ক্ষমতা
- রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগপত্র দেবার পূর্বে রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এছাড়া, রাজ্যপাল স্বয়ং রাজ্যের দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি, অতিরিক্ত জেলা জজ, দায়রা জজ প্রভৃতিকে নিয়োগপত্র দেন।
- সংবিধানের ১৬১ নম্বর ধারা বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুসারে কোনো ব্যক্তি আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ক্ষমাপ্রদর্শন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যপাল নকশাল বন্দিদের মুক্তিদান করেন।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

- সংবিধানের ২০৫ ও ২০৭ ধারা অনুসারে রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া কোনো অর্থ বিল বা ব্যয়বরাদ্দের দাবি রাজ্য আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না।
- সংবিধানের ২০২ নং ধারা অনুসারে তিনি রাজ্যের বাজেট অর্থমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে বিধানসভায় উত্থাপন করান।
- প্রতিটি রাজ্যকে আকস্মিক ব্যয় তহবিল (Contingency Fund of the State) থেকে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি রাজ্যপাল দিতে পারেন। তিনিই এই তহবিল থেকে আকস্মিক বা জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার অগ্রিম অর্থ প্রদানের অধিকারী। তবে এভাবে অর্থ ব্যয়িত হলেও শেষ পর্যন্ত এই ব্যয়কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।
- রাজ্যপালের একটি নিজস্ব ত্রাণ তহবিল (Relief Fund) আছে যা থেকে তিনি স্বেচ্ছায় অর্থ দান করতে পারেন। যেমন ১৯৮২ সালে বাঁকুড়ায় খরাত্রাণে রাজ্যপাল স্বীয় তহবিল থেকে পানীয় জলের ১৫টি কূপ খননের জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেন।

জরুরি ক্ষমতা

- রাজ্য জরুরি অবস্থা: ৩৫৬ নং ধারা
- সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারায় রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার কথা বলা আছে। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির, তথাপি রাজ্যপাল রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এই মর্মে প্রতিবেদন পাঠালে সাধারণভাবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে থাকেন। রাজ্যপালই এই সময়ে প্রকৃত ও নিয়মতান্ত্রিক একইসাথে দুইধরনের ভূমিকা পালন করে।

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (ধারা ১৬৩)

- সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোনো রাজ্যপালকে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (Union Territories) প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন। এইভাবে নিযুক্ত রাজ্যপালগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রীসভার সহায়োগিতা ও পরামর্শ ছাড়াই স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন।
- সংবিধানের ৩৭১(ক) (খ) ধারা অনুসারে বিদ্রোহী নাগাদের কার্যকলাপের ফলে নাগাল্যান্ডে যতদিন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকবে ততদিন ঐ রাজ্যপালের হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে।
- ৩৭১ (গ) ধারা অনুসারে মণিপুর পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে।
- ৩৭১ (চ) ধারা অনুসারে সিকিমের রাজ্যপালও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।
- ৩৭১(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের কয়েকটি অঞ্চলের উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালদের স্বতন্ত্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দায়িত্ব দিতে পারেন।
- সংবিধানের ৩৭১ (জ) ধারায় বলা আছে অরুণাচল প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অন্যান্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

- মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ: ১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধরমবীর কর্তৃক ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ হল রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের নিদর্শন। কারণ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ছিলেন না।
- মুখ্যমন্ত্রীদের বরখাস্ত: অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল রামলাল মুখ্যমন্ত্রী এন.টি.রামারাওকে অথবা সিকিমের রাজ্যপাল তলোয়ার খান মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুরকে বরখাস্ত করেছিলেন
- রাষ্ট্রপতির কাছে বিল প্রেরণ।
- রাজ্য জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ: ১৯৫৯ সালে কেরলে এর প্রকৃত সূত্রপাত।
- বিধানসভা ভেঙে দেবার ক্ষমতা রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। যেমন, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভেঙে দেন।
- রাজ্য বিলে (Bill) ভেটো প্রয়োগ: রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে যে-কোনো বিলে ভেটো দিতে পারেন বা পুনর্বিবেচনা করার জন্য বিল ফেরত পাঠাতে পারেন।
- অধ্যাদেশ জারি: অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতেই নিয়োজিত।
- উপাচার্য নিয়োগে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালদের তালিকা

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_governors_of_West_Bengal

প্রশ্ন ও উত্তর

গ্রন্থপঞ্জি

- ঘোষ, হিমাংশু , ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, মিত্রম, কলকাতা
- মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ, কলকাতা।

ধন্যবাদ